শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের দশম শ্লোকের দীর্ঘ শাংকরভাষ্যের পর আমরা আবার ফিরে আসছি মূল শ্লোকে। সেই এক দেবতার (কিম্ একম্ দৈবতম্ লোকে—) উপলক্ষণ বা আরও কিছু চিহ্ন নিয়ে প্রসঙ্গ করছেন পিতামহ ভীষ্ম—

যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥১১

অন্বয় : যতঃ সর্বাণি ভূতানি আদিযুগাগমে ভবন্তি, পুনরেব যুগক্ষয়ে যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি।

শাংকরভাষ্য : *যতঃ* যস্মাৎ *সর্বাণি ভূতানি ভবন্তি* উদ্ভবন্তি *আদিযুগাগমে* কল্পাদৌ। *যস্মিংশ্চ প্রলয়ং* বিলয়ং *যান্তি* বিনাশং গচ্ছন্তি *পুনঃ* ভূয়ঃ, *এব* ইত্যবধারণার্থঃ; নান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ। *যুগক্ষয়ে* মহাপ্রলয়ে। চকারান্মধ্যেঽপি যস্মিংস্তিষ্ঠন্তি। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩।১) ইতি শ্রুতেঃ॥

ভাবানুবাদ : এখানে পিতামহ 'কল্পারম্ভ' আর 'মহাপ্রলয়'—সৃষ্টি এবং লয়কে দেখাচ্ছেন একটি চক্রের মতো। কল্পারম্ভে বা যুগাগমে জীব সৃষ্ট হচ্ছে, সে জগৎ ভোগ করছে, আবার যুগক্ষয়ে বা মহাপ্রলয়ে ওই বিন্দুতেই ফিরে যাচ্ছে। যেখান থেকে জীব সৃষ্ট হচ্ছে আর যেখানে ফিরে যাচ্ছে সেটি একটি বিন্দু, তাই ওই আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে একটি চক্রের।

সৃষ্টির বিন্দুতেই জীব প্রলয়ে ফিরে যাচ্ছে, অন্য কোথাও নয়, এমন কেন বলছেন পিতামহ? এর উত্তরে ভাষ্যকার একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। সেটি বেদান্তের কার্যকারণতত্ত্ব। সাধারণভাবে বলা হয় ঘট হল কার্য, মাটি কারণ। বেদান্ত বলছে—না, কারণ দুটি—প্রথম কারণ মাটি, এটি উপাদান কারণ। দ্বিতীয় কারণ কুমোর, এটি নিমিত্ত কারণ।

এখন, ঘটটি যখন ভেঙে যাবে, তখন তো মাটিই পড়ে থাকবে। বেদান্তের ভাষায় ঘটটি লয়ে মাটিতেই ফিরে গেল। অর্থাৎ কার্য প্রলয়ের পরে তার উপাদান কারণেই ফিরে যায়। ভাষ্যকার সেই অনুবৃত্তি এনে বলছেন, প্রলয়ে জীব তার উৎপত্তি-স্থানেই (উপাদান কারণেই) ফিরে যাবে, অন্য কোথাও (নিমিত্ত কারণ বা অন্য কোনও কার্যতত্ত্বে) যাবে না।

'চ' শব্দের অর্থ ধরে নিতে হবে স্থিতি। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি—যার দেহ থেকে এই ভূতবর্গ জন্ম নিচ্ছে, জন্মের পর যার মধ্যে স্থিতিলাভ করে, প্রলয়ে যেখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়।